খন্দকার জাহিদ হাসান

খোকা-খুকুর প্রশ্নবাণ, বাক্যবাণ

[খোকা-খুকুরা ভাষা রপ্ত করতে না করতেই তাদের মা-বাবাকে নানা ধরণের প্রশ্ন করতে শুরু করে। এটা কি? ওটা কি? চারিদিকের এই পৃথিবীতে এ-সব কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে— এগুলোর মানে কি? তাদের ধারণাঃ 'আমার মা-বাবা সব জানে!' খোকা-খুকুর বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রশ্নের সংখ্যা কমে এলেও তার ধরণ কিন্তু পালটাতে থাকে। কখনো কখনো খোকা-খুকুদের এই সব প্রশ্ন মা-বাবাকে বাণের মতো বিদ্ধও করে। প্রশ্নবাণ ছাড়াও মাঝে মাঝে মা-বাবাকে বাক্যবাণেও বিদ্ধ হতে হয়। নীচে কিছু অভিবাসী বাংলাভাষী মা-বাবা ও তাঁদের সন্তানদের কথোপকথন তুলে ধরা হলো। উল্লেখ্য যে, বাস্তবে এই সব কথোপকথনে সাধারণতঃ প্রচূর ইংরেজী শব্দ ব্যবহৃত হোয়ে থাকলেও এখানে তা ইচ্ছাকৃতভাবে যথাসম্ভব পরিহার করার চেষ্টা করা হোয়েছে।]

(১)

খোকাঃ (গাছে বসে থাকা একটা পাখী দেখিয়ে) বাবা, ওটা কি?
বাবাঃ ওটা একটা পাখী।
খোকাঃ কি সুন্দর পাখী! ও কি বলছে বাবা?
বাবাঃ ও কিছু বলছে না। গান করছে।
খোকাঃ গান কি বাবা?
[বাবা মুস্কিলে পড়ে গেলেন। গান যে কি, তা তিন বছরের এতটুকুন এই বাচ্চাকে কিভাবে তিনি বোঝাবেন? ওদিকে আরও তিনটে পাখী কোথা থেকে যেন উড়ে এসে সেই গাছের ডালে বসলো। খোকা উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলো।]

খোকাঃ বাবা, দ্যাখো, দ্যাখো। এখন দুইটা পাখী!
বাবাঃ দু'টো না খোকা, এখন মোট চারটে পাখী।
খোকাঃ চারটে মানে কি বাবা?
[বাবা বহুবচন সম্বন্ধে খোকাকে কিছু ধারণা দেওয়ার আগেই হঠাৎ মাতাল বাতাস বইতে শুরু করলো। সেই বাতাসে গাছ দুলতে থাকলো। সেই সাথে খোকাও নাচতে আরম্ভ করলো।]

খোকাঃ বাবা, বাবা, দ্যাখো। ঐ গাছটা নাচছে!
বাবাঃ হ্যাঁ, গাছটা বাতাসে নাচছে।
খোকাঃ (নাচ সামান্য কমিয়ে) বাতাস? কই বাতাস?
বাবাঃ বাতাস দেখা যায় না সোনামণি।
খোকাঃ কেন দেখা যায় না বাতাস? (হঠাৎ নাচ বন্ধ ক'রে) বাবা, আমি বাতাস দেখবো-ও-ও-!!
বাবাঃ বললাম তো বাতাস দেখা যায় না! কিন্তু বাতাস হলে গাছ নাচে। ঐ যে দ্যাখ্ গাছটা নাচছে।
[ইতিমধ্যে পাশের গাছটিও বাতাসে দুলতে শুরু করেছে। তাই দেখে খোকা আবার নাচতে আরম্ভ করলো।]
খোকাঃ (একে একে দু'টো গাছের দিকে আংগুল নির্দেশ ক'রে) বাবা, দ্যাখো, কি মজা! দুইটা বাতাস!!
বাবাঃ খোকা, বাতাস একটাই। গাছ দু'টো। আর পাখী হলো চারটে। এবার বুঝেছিস্?

[খোকা মাথা ঝাঁকালো, হ্যাঁ বুঝেছে। তারপর আচম্‌কা নাচ থামিয়ে কান্না শুরু করলো।]

খোকাঃ বাবা, এখন একটাও পাখী নেই। ঐ যে দ্যাখো-ও-ও-!

বাবাঃ কাঁদতে নেই খোকা। পাখীরা উড়ে গেছে।

খোকাঃ ক্যা-নো-ও-ও?

বাবাঃ বেশী বাতাস হচ্ছে তো, তাই।

খোকাঃ (মুখ ভার ক'রে গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে) দুষ্টু বাতাস!

(২)

[খোকার পাঁচ বছর বয়স। এখন সে গান শুনতে শিখেছে। এমনকি মাঝে মাঝে সে গুন্‌গুন্‌ ক'রে আপন মনে গানও গায়। তবে পছন্দের গান নিয়ে প্রায়ই মা-বাবার সাথে তার মৃদু দ্বন্দ্ব শুরু হয়।]

খোকাঃ মা, তুমি এসব কি গান শুনছো?

মাঃ বাংলা গান শুনছি বাবা।

খোকাঃ বাংলা গান কে বানিয়েছে মা?

মাঃ বাংলাদেশের মানুষেরা বানিয়েছে।

খোকাঃ বাংলাদেশের মানুষেরা বোকা।

মাঃ কেন?

খোকাঃ গানের ভিতরে বেশী মিউজিক দেয়নি।

মাঃ তাতে কি হোয়েছে?

খোকাঃ বেশী মিউজিক না দিলে আমার ভালো লাগে না।

মাঃ তা হলে তুই বাংলা গান আর শুনিস্‌ না।

খোকাঃ তুমিও শুনো না মা।

মাঃ এসব কথা বলতে হয় না খোকা।

খোকাঃ কেন বলতে হয় না?

মাঃ আমি বাংলাদেশের মানুষ। বাংলা গান না শুনলে আমার মন খারাপ হবে যে!

খোকাঃ না, মন খারাপ হবে না। বাংলা গান পচা! ইংরেজী গান ভালো।

মাঃ ছিঃ, এসব বলতে নেই। বাংলা গানও ভালো।

খোকাঃ শুধু একটা বাংলা গান ভালো।

মাঃ কোন্‌টা?

খোকাঃ 'মেলায় যাইরে.....।' আচ্ছা, তুমি ঐ গানটা শোনো না কেন মা?

মাঃ ওটা আমার কাছে নেই খোকা।

খোকাঃ কেন নেই?

মাঃ থাকার দরকার নেই।

খোকাঃ কেন দরকার নেই?

মাঃ মেলাতে গেলে আমরা তো ঐ গানটা এমনিতেই শুনতে পাই। বাসায় রাখার দরকার কি?

খোকাঃ (ত্রিশ সেকেন্ড বিরতির পর) মা, শোনো। স্লো গান আর স্লো মুভি আমার ভালো লাগে না!

মাঃ (অন্যমনস্কভাবে) ভালো কথা। এবারে একটু চুপ কর্‌।

খোকাঃ বাংলা গান আর বাংলা মুভি খুব স্লো! আমি একদম পছন্দ করি না।

মাঃ তোর কথা শুনে খুব খুশী হলাম। খুশীতে আমার নাচতে ইচ্ছে করছে।

খোকাঃ না, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি আসলে রাগ করেছো।

মাঃ ঠিক আছে। এখন তুই অন্য কথা বল্‌। তা হলে আর রাগ করবো না।

খোকাঃ (কিছুক্ষণ ভাবার পর) মা, আমি খালি একটা বাংলা মুভি পছন্দ করি।

মাঃ কোন্‌ মুভি?

খোকাঃ তারে জামিন পার।

মাঃ ওটা বাংলা নয়, হিন্দী ছবি।
খোকাঃ কিন্তু ঐ মুভিটা দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।
মাঃ কেন? তারে জামিন পার তো খুব স্লো মুভি!
খোকাঃ আমি জানি।
মাঃ (খোকাকে বুকে টেনে নিয়ে) তা হলে মুভিটা তোর এত ভালো লাগে কেন?
খোকাঃ (দু'পাশে মাথা দুলিয়ে) আমি জানি না মা।
মাঃ (খোকার মাথায় চুমু দিয়ে) আমি জানি বাবা। আসলে তারে জামিন পার বাচ্চাদের জন্য তৈরী তো, তাই।
খোকাঃ খুব ভালো মুভি!
মাঃ হ্যাঁ।

(৩)

[খোকা-খুকু বড়ো হচ্ছে। একদিন এক আট বছর বয়সী খুকু তার মার দিকে কিছু প্রশ্নবাণ ও বাক্যবাণ ছুঁড়লো।]

খুকুঃ মা, কাল বাবা অফিসে যায়নি কেন?
মাঃ কি আশ্চর্য! কাল তো তুই স্কুলে গিয়েছিলি। তুই কি ভাবে জানলি যে, তোর বাবা কাজে যায়নি?
খুকুঃ পাশের বাসার আন্টি আমাকে বলেছে। আন্টি কাল তোমাকে আর বাবাকে শপিং মলে দেখেছে।
মাঃ ইয়ে, তোর বাবার শরীরটা আসলে কাল খারাপ ছিলো তো। তাই অফিসে যায়নি।
খুকুঃ তা হলে তোমরা সারাদিন কি করলে?
মাঃ তোর বাবা ডাক্তারের সংগে দেখা করলো। তারপর আমরা দু'জন বাজার সারলাম। তারপর বাসায় ফিরলাম।
খুকুঃ বাসায় ফিরে তোমরা কি করলে?
মাঃ (অবাক হোয়ে খুকুর দিকে চেয়ে থেকে) কি আর করবো? রান্নাবাড়া করলাম। তারপর আরও কতো কাজ সারলাম।
খুকুঃ কিসের কাজ?
মাঃ ওমা, বাসায় কত্তো রকমের কাজ থাকে!.... ইয়ে, কেন রে, আজ এত প্রশ্ন করছিস্ কেন আমাকে?

[মা নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন, খুকু হয়তো অভিমানবশতঃই তাঁকে এভাবে জেরা ক'রে চলেছে। পরক্ষণেই আবার ভাবলেন, বলা যায় না, মেয়েটা তো কিছুটা বড়ো হোয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে অনেক কিছু বুঝতে শেখেনি তো? হয়তো শেখেনি। তবু বলা যায় না। চোরের মন পুলিশ পুলিশ!

আরেক দিনের কথা।]

খুকুঃ মা, কাল রাতে তুমি কাঁদছিলে কেন?
মাঃ কই, কাঁদিনি তো!
খুকুঃ উঁহু, তুমি কেঁদেছো। আমি দেখেছি। টেলিফোনে বাংলাদেশে নানুর সংগে কথা বলার পর তুমি কাঁদছিলে।
মাঃ ও.... , মনে পড়েছে। (একটা ছোট্টো নিঃশ্বাস ফেলে) মনটা খারাপ ছিলো তো, তাই।
খুকুঃ মন খারাপ ছিলো কেন মা?
মাঃ তোর নানুর শরীরটা ভালো নেই মা-মণি। সেই জন্য আমার কান্না পাচ্ছিলো। এখনও কান্না পাচ্ছে।
খুকুঃ কেন?
মাঃ (বিরক্তকণ্ঠে) সে কি কথা! উনি আমার মা হন না?

খুকুঃ কিন্তু একদিন যে তোমারও শরীর খারাপ হোয়েছিলো, আমি তো মন খারাপ করিনি!

মাঃ আমার তো সামান্য জ্বর হোয়েছিলো। জ্বর হলে ভয়ের কিছু নেই।

খুকুঃ নানুর কি হোয়েছে মা?

মাঃ তোর নানুর কিড্‌নী নষ্ট হোয়ে গেছে। বোধ হয় বেশীদিন আর বাঁচবেন না।

খুকুঃ কিড্‌নী কি জিনিস মা?

মাঃ কিড্‌নী আমাদের শরীরের খুব দরকারী একটা অংগ।

খুকুঃ অংগ কি জিনিস মা?

মাঃ এত কথা আমি এখন তোকে বোঝাতে পারবো না খুকু। বড়ো হলে তুই সব জানতে পারবি।

খুকুঃ (কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর) তো নানুকে অস্ট্রেলিয়াতে নিয়ে এসো। তা হলে ডাক্তাররা উনার কিড্‌নী ভালো ক'রে দিবে।

মাঃ আমাদের অতো টাকা নেই মা-মণি। তা ছাড়া কিড্‌নী একবার নষ্ট হলে আর তাকে আর সারানো যায় না।

খুকুঃ কিড্‌নী কেন নষ্ট হয় মা?

মাঃ খুকু, এত কথা বলিস্ না তো! ইস্ , আমার মাথাটা একেবারে ধরিয়ে দিলি।

খুকুঃ (কিছুক্ষণ মন খারাপ ক'রে থাকার পর) অস্ট্রেলিয়াতে আসার আগে তোমরা যে বলতে, ওখানে গেলে আমাদের অনেক টাকা হবে!?

মাঃ (ধমকের সুরে) অনেক হোয়েছে! যা, এখন পড়তে বস্।

(৪)

[খুকু বেশ বড়ো হোয়ে গেছে। এখন তার দশ বছর বয়স। বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপারে একদিন সে তার বাবাকে ধরে বসলো।

খুকুঃ আচ্ছা বাবা, তোমরা বাংলাদেশ ছেড়ে অস্ট্রেলিয়াতে চলে এসেছো কেন?

বাবাঃ (অবাক হোয়ে খুকুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে) কেন, হঠাৎ তুই এই প্রশ্ন করছিস্ যে?

খুকুঃ না, এমনি জানতে ইচ্ছে হলো, তাই। কেন চলে এসেছো তোমরা?

বাবাঃ কি আশ্চর্য! তখন থেকে তুই শুধু 'তোমরা- তোমরা' করছিস্ কেন? বল্ 'আমরা'।

খুকুঃ না, মানে আমি তো তখন খুব ছোট্টো ছিলাম। (সামান্য ভেবে) আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা বাংলাদেশ থেকে চলে এসেছি কেন?

বাবাঃ সোজা কথা, অস্ট্রেলিয়াতে আরও ভালোভাবে থাকা যায়, তাই।

খুকুঃ বাংলাদেশে ভালো থাকা যায় না?

বাবাঃ (ইতস্ততঃ ক'রে) হ্যাঁ, ওখানেও ভালোভাবে থাকা যায়। তবে ইয়ে। কথা হলো, অস্ট্রেলিয়া হচ্ছে উন্নত দেশ। এখানকার জীবন বাংলাদেশের জীবনের চেয়ে আরও উন্নত। তাই সবাই চলে এসেছি আর কি!

খুকুঃ তা হলে তুমি আর মা প্রায়ই বাংলাদেশের জন্য এত কান্নাকাটি করো কেন?

বাবাঃ সেকি কথা! কান্নাকাটি করবো না? ওটা তো আমার আর তোর মায়ের জমভূমি। ওখানে আমাদের নাড়ি পোঁতা। বাংলাদেশে আমরা বড়ো হোয়েছি। তাই দেশের জন্য আমাদের প্রাণ তো কাঁদবেই!

খুকুঃ বাবা, আমার জন্মভূমি কোন্‌টা?

বাবাঃ কোন্‌টা আবার! বাংলাদেশ।

খুকুঃ তা হলে বাংলাদেশের জন্য আমার প্রাণ কাঁদে না যে?

বাবাঃ (গম্ভীর স্বরে) স্বাভাবিক। তুই তো ওখানে বড়ো হোস্ নি। তাই ওখানকার জন্য তোর কোনো মায়াও তৈরী হয়নি।

খুকুঃ (অপেক্ষাকৃত মৃদু কণ্ঠে) বাবা, আমার এক ক্লাস্‌ফ্রেন্ডের নাম কোর্ফা। ওরা সোমালিয়া থেকে এসেছে। আজ সকালে কোর্ফা বলছিলো যে, ওরা সোমালিয়া থেকে পালিয়ে এসেছে।

বাবাঃ পালিয়ে এসেছে?

খুকুঃ (সরাসরি বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে) হ্যাঁ, পালিয়ে এসেছে। তো আমরাও কি বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এসেছি?

বাবাঃ নাহ্ , আমরা পালিয়ে আসবো কেন? আমরা ইমিগ্রেশনের নিয়ম-নীতি অনুসারে রীতিমতো...

খুকুঃ (বাবার কথা শেষ না হতেই) সে তো আমি জানিই। কিন্তু কোর্ফা বলছিলো যে, খারাপ দেশ থেকে ভালো দেশে চলে আসা মানেই হলো পালিয়ে আসা, তা যেভাবেই চলে আসো না কেন।

বাবাঃ না-না, আমি ওর সাথে একমত নই। আর তা ছাড়া বাংলাদেশ খারাপ দেশ হবে কেন? ছিঃ, ওভাবে বলতে নেই!

খুকুঃ তা হলে আমরা এখানে চলে এসেছি কেন?

বাবাঃ ঐ যে, বললাম তো! তবে পালিয়ে আসিনি। এমনি চলে এসেছি।

খুকুঃ (অধৈর্য কণ্ঠে) ইস্ বাবা, তুমি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারোনি!

বাবাঃ (খুকুকে বুকে টেনে নিয়ে) বুঝেছি মা তোর কথা।.... এবার আমার কথা শোন্। এসব নিয়ে এত ভাবতে নেই। এখনও তো তুই ছোটো।

[শুকনো মুখে বাবা আরও অনেক কথাই বললেন। তবে খুকুর কেন যেন মনে হলোঃ বাবার গলায় তেমন জোর নেই। তিনি যেন একটু দমে গেছেন।]

(৫)

[খোকা বেশ বড়ো হোয়েছে। এখন ওর বয়স তের।]

খোকাঃ বাবা, স্বাধীনতা দিবস আর জাতির পিতা মানে কি? এগুলো আসলে কি জন্য?

বাবাঃ (খোকার দিকে ভ্রূ-কুঞ্চিত চোখে তাকিয়ে থেকে) তুই এই শব্দগুলো শিখলি কোত্থেকে?

খোকাঃ তুমি আর মা যখন বি,টি,ভি, দেখ, তখন এই শব্দগুলো প্রায়ই আমার কানে আসে।

বাবাঃ ও, এবার বুঝেছি। (একটু ভেবে নিয়ে) আসলে কোনো দেশ বা জাতি যখন অন্য কোনো দখলদার দেশ বা জাতির কবল থেকে মুক্তি পায়, স্বাধীনতা পায়, তখন ঐ বিশেষ দিনটিকে চিরকাল মনে রাখার জন্য মুক্ত দেশের মানুষেরা স্বাধীনতা দিবস পালন করে। এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হলোঃ ইন্ডিপেন্ডেন্স্ ডে। আর ঐ স্বাধীনতা সংগ্রাম বা যুদ্ধকে বিজয়ের দিকে, সফলতার পথে এগিয়ে নিতে যে বিশেষ মানুষটি নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন, পরবর্তীকালে জাতি তাঁকেই তাদের জাতির পিতা হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এবং চিরকাল তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হলোঃ ফাদার অব্ নেশন।

খোকাঃ অস্ট্রেলিয়ার স্বাধীনতা দিবস কবে বাবা?

বাবাঃ এই তো আমাকে মুস্কিলে ফেলে দিলি বাবা! আমি শুধু জানি যে, ছাব্বিশে জানুয়ারী হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া ডে, যা অস্ট্রেলিয়ার ফাউন্ডেশন ডে। কিন্তু আমি ঠিক নিশ্চিত নই যে, এই দিনটিই অস্ট্রেলিয়ার স্বাধীনতা দিবস কিনা।

খোকাঃ আমার মনে হয়, অস্ট্রেলিয়াতে আসলে এগুলো নেই। তবে আমি জানি যে, আমেরিকার ইন্ডিপেন্ডেন্স্ ডে হলোঃ ফোর্থ অব্ জুলাই। আর ওদের ফাদার অব্ নেশন হলেনঃ জর্জ ওয়াশিংটন।

বাবাঃ এটা অবশ্য আমিও জানতাম।..... আচ্ছা, বল্তো খোকা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কবে?

খোকাঃ আমি জানি না বাবা।

বাবাঃ ঠিক আছে, আমি বলছি। বাংলাদেশের সাধীনতা দিবস হলোঃ ছাব্বিশে মার্চ, আর আমাদের জাতির পিতা হলেনঃ বংগবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান।

খোকাঃ ও-ও-ও- -!

[আরেকদিনের কথা। খোকার বয়স তখন ষোল।]

খোকাঃ বাবা, তুমি আর মা দিনে এত বার নামাজ পড়ো কেন, বলোতো?

বাবাঃ এত বার মানে? দিনে পাঁচবার। তাও কাজে গেলে তো অতোবার হোয়ে ওঠে না।

খোকাঃ পাঁচবার কি কম হলো নাকি? এত নামাজ পড়ার দরকারটা কি?

বাবাঃ (আহত স্বরে) খোকা, এসব তুই কি বলছিস্? আল্লাহ্ রাগ করবেন। তোকে তো আমরা বেশ কিছু ধর্মীয় শিক্ষা দিয়েছি। তোর তো ভালো ক'রেই জানার কথা যে, দিনে মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ।

খোকাঃ আমার মনে হয়, নিজে সৎ আর ভালো থাকলেই তো যথেষ্ঠ। ধর্মের এত দরকার কি? দেখছো না, গোটা পৃথিবীতে ধর্মের নামে কেমন অনাচার হচ্ছে? এক ধর্মের লোক আরেক ধর্মের লোককে ঘৃণা করছে?

বাবাঃ সেটা মানুষের ভুল। এখানে ধর্মের দোষ কোথায়?

খোকাঃ আমি তো ধর্মের দোষ ধরতে যাচ্ছি না। আমার প্রশ্ন হলোঃ পৃথিবীতে এতগুলো ধর্ম কেন? সমস্যা তো সেখানেই!

[খোকার কথা বলার ধরণে বাবা খুব-ই মন খারাপ করলেন। তবু তিনি হাল না ছেড়ে তাকে বোঝাতে থাকলেন।]

বাবাঃ (দীর্ঘঃশ্বাস ছেড়ে) খোকা, তুই বড়ো হচ্ছিস্। বিভিন্ন রকমের বই পড়ছিস্ , নানা ধরণের ছবি দেখছিস্। আজকাল তোর অনেক বন্ধু-বান্ধবও জুটেছে। জানি না, কার কাছ থেকে তুই এসব কথা শিখছিস্। তবে খবরদার নাস্তিক হোয়ে যাস্ না বাবা। শুধু একটা কথা মনে রাখিস্ , এত বড়ো বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড যখন রয়েছে, তখন তার একজন সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয় রয়েছেন।

খোকাঃ বাবা, তুমি কি কখনও সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানীদের মন্তব্য শুনেছো?

বাবাঃ না।

খোকাঃ আমি তোমাকে শোনাবো?

বাবাঃ (নিস্পৃহ গলায়) শোনা।

খোকাঃ কথা হলোঃ বর্তমান যুগের সেরা বিজ্ঞানী, যেমন, স্টিফেন হকিংস্ ও অন্যান্যদের মত হচ্ছেঃ একটা সুপার পাওয়ার অবশ্যই রয়েছে। তবে বিজ্ঞানীরা তাকে ঈশ্বর আখ্যা দিতে মোটেও রাজী নন।

বাবাঃ (কিছুটা উৎসাহের সাথে) তা হলে কি আখ্যা দিতে চান?

খোকাঃ আমি তো আর অতো বুঝি না বাবা। তবে শুনেছি যে, সেই সুপার পাওয়ারকে তাঁরা হাইয়ার ইন্‌টেলিজেন্‌স্ নাম দিয়েছেন।

বাবাঃ তা তোদের এইসব বিজ্ঞানী তাঁকে যে নামেই ভূষিত করুক না কেন, আসলে তো তিনি পরম করুণাময় মহান আল্লাহ্‌তা'আলা বই আর কিছুই নন।

খোকাঃ কি জানি, হলেও হতে পারে। তবে বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, সেই হাইয়ার ইন্‌টেলিজেন্‌স্ ছাড়া এই মহাবিশ্ব ও বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ এবং ব্যাখ্যার অতীত। বিজ্ঞানী এ্যাল্‌বার্ট আইনস্টাইনও ঐ হাইয়ার ইন্‌টেলিজেন্‌স্ তত্ত্বের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলোঃ তাঁর মতে প্রচলিত ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বগুলো স্রেফ ভাঁওতা।

[বাবার উজ্জ্বল হোয়ে ওঠা মুখটা প্রদীপের মতো দপ্ ক'রে আবার নিভে গেল। বিরসমুখে তিনি খোকার কথা শুনতে থাকলেন।]

(বাস্তবতার তুলিতে আঁকা জীবনের কল্পিত ছবি)

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী,
২০/০৬/২০০৮

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন